

বিসিজি টিকা (ব্যাসিলি কালমেটি-শুয়েরিন)

এটি যক্ষ্মা প্রতিরোধে সহায়তা করে। এটি যক্ষ্মা জীবাণুর একটি দুর্বল রূপ যা রোগ সৃষ্টি করবে না। এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করার মাধ্যমে দেহকে যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে উল্ধ্ব করে। যদিও বিসিজি যক্ষ্মার বিরুদ্ধে প্রতিরোধক্ষমতা প্রদান করে, কিন্তু এটি বিসিজি গ্রহণকারী সবাইকে সুরক্ষা দিতে পারে না।

২০০৫ সালে বিসিজি কর্মসূচিতে পরিবর্তন হওয়ার সময় থেকে, যুক্তরাজ্যে মাধ্যমিক স্কুলের শিশুদেরকে এটি আর রুটিনমাস্কিক প্রদান করা হয় না। এটি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন ছোট শিশু, শিশু ও তরুণ বয়সীদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি লরা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

কারা বিসিজি নেয়া দরকার?

ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এর সুপারিশগুলো হচ্ছেঃ

- ১২ মাসের কম বয়সী সকল শিশু যারা এমন একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেছে বা বসবাস করছে যেখানে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি (অর্থাৎ প্রতি ১০০,০০০ মানুষের মধ্যে বছরে ৪০ জনের বেশি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়), অথবা যাদের পিতা-মাতা বা দাদা-দাদী এমন একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করেছেন যেখানে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। আপনার সন্তান এই শ্রেণিতে পড়লে আপনার খাত্ত্রী বা হেলথ ভিজিটর স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিসিজি>র ব্যবস্থা করবেন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনার উচিত হবে তাদের সাথে কথা বলা।

- বেশি বয়সী যে সব শিশু বিসিজি টিকা নেয়নি তাদেরকে যক্ষ্মার ঝুঁকি নির্ণয়ের জন্য যাচাই করা হতে পারে, এবং প্রয়োজনবোধে পরীক্ষা করা হবে ও টিকা দেয়া হবে। সাধারণত ঝুঁকির উপাদান হচ্ছে এমন একটি দেশ থেকে আসা যেখানে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি অথবা পিতা-মাতা বা দাদা-দাদী সেরকম একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করা বা সেখান থেকে আসা। যদি আপনি মনে করেন যে আপনার সন্তান উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে এবং তারা টিকা নেয়নি তাহলে স্থানীয় টিকা সমন্বয়কারীর পরামর্শ গ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে আপনার হেলথ ভিজিটর, নার্স বা জিপি-কে বলুন।

অন্যান্য সুনির্দিষ্ট কিছু গ্রুপের ব্যক্তিরাও যক্ষ্মার উচ্চ ঝুঁকিতে থাকতে পারে।

- ফুসফুসে যক্ষ্মা ধরা পড়েছে এমন ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকা ব্যক্তিবর্গ। যদি আপনি এই শ্রেণিতে থাকেন, তাহলে আপনাকে চিহ্নিত করা হবে এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মীরা আপনার সাথে যোগাযোগ করবেন

- পেশাদার গ্রুপগুলো যেমন যারা স্বাস্থ্যসেবায় কাজ করেন, বয়স্কদের সাথে কাজ করেন, গৃহহীন ও শরণার্থীদের হোস্টেলে কাজ করেন, পরীক্ষাগারের কর্মী, কারাগারের কর্মী এবং পশুরোগবিষয়ক কর্মী। যদি আপনি এই গ্রুপগুলোর কোনোটিতে থাকেন, আপনার বয়স ৩৫ বছরের কম হয় (গবেষণায় দেখা গেছে যে ৩৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বিসিজি সামান্য প্রভাব ফেলে) এবং আগে কখনো টিকা না নেন, তাহলে আপনার উচিত হবে বিসিজি সম্পর্কে আপনার পেশাগত স্বাস্থ্য বা কর্মী বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা।

- ১৬ বছরের কম বয়সী কোনো ব্যক্তি এমন একটি দেশে তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য স্থানীয় লোকজনদের সাথে বসবাসের জন্য গেলে যেখানে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা বেশি। যদি আপনি এক গ্রুপে থাকেন এবং আগে কখনো টিকা না নেন, তাহলে আপনার বিসিজি নেয়ার প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু এনএইচএস থেকে টিকা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আপনাকে হয়তো ভ্রমণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে টিকা নিতে হবে। আরো বিস্তারিত জানার জন্য নিচে দেখুন।

কিন্তু আমি বিসিজি নিতে চাই, সুতরাং আমি কী এখনো এটি নিতে পারি?

যদি আপনি তালিকাভুক্ত গ্রুপগুলোর কোনোটিতে না থাকেন, বিসিজি টিকা নেয়ার জন্য আপনাকে পরামর্শ দেয়া হয় না এবং আপনি এনএইচএস-এর মাধ্যমে এটি নিতে পারবেন না।

ভ্রমণের জন্য বিসিজি

নিয়মিত ভ্রমণের জন্য বিসিজি গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয় না।

১৬ বছরের কম বয়সী শিশুরা যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা বেশি এমন একটি দেশে তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য স্থানীয় লোকজনদের সাথে বসবাসের জন্য গেলে এবং তাদের বিসিজি টিকা নেয়া না থাকলে বিসিজি টিকা নেয়ার দরকার আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য তাদেরকে স্কিন টেস্ট করার পরামর্শ দেয়া হয়।

সাধারণত, ভ্রমণের জন্য বিসিজি নেয়া এবং এর জন্য পরীক্ষা ব্যক্তিগতভাবে করতে হবে। ভ্রমণ সংশ্লিষ্ট কিছু ক্লিনিক এই পরিষেবা প্রদান করে থাকে কিন্তু মূল্য কম-বেশি হতে পারে এবং আগে থেকে ফোন করা ও খরচ জেনে নেয়া একটি ভালো বুদ্ধি হতে পারে। মাসতা (MASTA) ভ্রমণ ক্লিনিক পুরো যুক্তরাজ্যজুড়ে রয়েছে এবং কয়েকটিতে বিসিজি টিকা দেয়া হয়, যদিও সবগুলোতে নয়।www.masta.org ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার নিকটবর্তী ক্লিনিকটি খুঁজে নিতে পারেন।

যদি আপনি লন্ডনে বসবাস করেন, অধিকাংশ বড় বড় রেলস্টেশনে অবস্থিত মেডিসেন্টার নামক ক্লিনিকগুলোও বিসিজি টিকা প্রদান করে। তাদের ওয়বসাইট ঠিকানা হচ্ছে www.medicentre.co.uk অথবা আপনি ০৪৭০ ৬০০ ০৪৭০ নম্বরে তাদেরকে ফোন করতে পারেন। যদি এই পরিষেবা প্রদানকারী কোনো ক্লিনিক খুঁজে পেতে আপনার সমস্যা হয় তাহলে আরো তথ্যের জন্য ০৪৪৫ ৪৫৬ ০৭৭৫ নম্বরে TB Alert-কে ফোন করুন।

যক্ষ্মা কী?

যক্ষ্মা একটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত সংক্রমণ যা সাধারণত ফুসফুসকে সংক্রমিত করে কিন্তু এটি দেহের যে কোনো স্থানকে প্রভাবিত করতে পারে। ঔষধের একটি কোর্সের মাধ্যমে যক্ষ্মা নিরাময় করা যায়, যা সাধারণত ৬ মাস ধরে চালিয়ে যেতে হয়। শুধুমাত্র ফুসফুস বা গলার যক্ষ্মা সংক্রমণ ছড়াতে পারে এবং অধিকাংশ মানুষ ঔষধ গ্রহণ শুরু করার দুই সপ্তাহের মধ্যেই আর সংক্রামক থাকেন না।

কীভাবে যক্ষ্মা ধরা পড়ে?

ফুসফুসের যক্ষ্মায় আক্রান্ত কেউ কাশি বা ঝাঁচি দিলে, জীবাণুগুলো বাতাসে ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং অনারা সেগুলো নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে পারে। সেই সব ব্যক্তিদের যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে যারা যক্ষ্মা রোগীর সাথে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন (সাধারণত স্বামী/স্ত্রী এবং একই বাড়িতে বসবাসকারী অন্য ব্যক্তিরা, অথবা কদাচিৎ ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরা)। কেউ বাস বা ট্রেনের মতো কোনো জায়গায় যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, কারণ সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিগ্রস্ত হওয়ার জন্য

সংক্রামক কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে সাধারণত কয়েক ঘন্টা ধরে থাকার প্রয়োজন হয়। খুচু ফেলা বা কোনো সামগ্রী ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার মাধ্যমে যক্ষ্মা ছড়ায় না।

যুক্তরাজ্যে, সেই সকল ব্যক্তিরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন যারা;

- সংক্রামক কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন;

- এমন কোনো স্থানে বসবাস করেছেন যেখানে যক্ষ্মা এখনো একটি সাধারণ রোগ;

- এইচআইভি বা অন্য কোনো স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে যাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে গেছে;

- গৃহহীনতা, মদে আসক্তি ও মাদকের অপব্যবহারের মত সামাজিক কারণে যারা ক্রমাগত দুর্বল স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে

সাধারণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় ছোট শিশু ও বেশি বয়সী ব্যক্তিরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

সংক্রমণ ও সক্রিয় রোগের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য রয়েছে; কেউ কেউ সংক্রমিত হতে পারে কিন্তু অসুস্থ হয় না (একে বলা হয় যক্ষ্মার সুপ্ত সংক্রমণ), কারণ অধিকাংশ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যাকটেরিয়াকে সক্রিয় হতে বাধা দিতে সক্ষম হয়। শুধুমাত্র সক্রিয় যক্ষ্মা অন্যদেরকে সংক্রমিত করতে পারে।

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন বিসিজি টিকা নিইনি - আমার কী এখন একটি নেয়া উচিত হবে যেহেতু যুক্তরাজ্যে এখন যক্ষ্মার সংক্রমণ বৃদ্ধি পাচ্ছে?

২০০৫ সালের আগে যখন বিসিজি স্কুল কর্মসূচি সমাপ্ত হয়, আমাদের অধিকাংশই ১৩ বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে স্কুলে বিসিজি টিকা পেয়েছে। যদি আপনি টিকাটি না নিয়ে থাকেন (আমাদের মধ্যে ৩০% ব্যক্তি পায়নি), এখন এটি নিলে সত্যিই কোনো উপকার হবে না। বিসিজি প্রায় ১৫ বছর যাবত কার্যকর থাকে বলে ধারণা করা হয় এবং গবেষণায় দেখা গেছে যে ল্তীয়বার নিলে এটি সামান্যই প্রভাব বিস্তার করে এবং ৩৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি সামান্যই প্রভাব ফেলে। অধিকাংশ মানুষের যক্ষ্মায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি এখনো খুবই কম এবং যক্ষ্মা প্রতিরোধের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে সুস্থ করে তোলা এবং এর মাধ্যমে এটির বিস্তার রোধ করা।

কীভাবে বিসিজি টিকা দেয়া হয়?

যক্ষার ব্যাকটেরিয়ার প্রতি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে একটি স্কিন টেস্ট বা ত্বক পরীক্ষা করা হয়। সাধারণত, ৬ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য, টিকা দেয়ার আগে কোনো পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই, যদি না তারা সংক্রামক যক্ষা রোগীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে থাকে অথবা এমন কোনো দেশে তিন মাসের বেশি সময় বসবাস করে থাকে যেখানে যক্ষা রোগীর সংখ্যা খুব বেশি। স্কিন টেস্টকে বলা হয় ম্যানটস্ক টেস্ট এবং এতে ত্বকের উপরের স্তরের ভিতরে একটি ছোট ইনজেকশন দেয়া হয়। এতে সঁই ফোটানোর মত সামান্য ব্যথা হতে পারে কিন্তু সাধারণত দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যথা হয় না। এছাড়াও দুই ধরনের রক্ত পরীক্ষা রয়েছে যেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে এবং অন্য অনেকগুলো পরীক্ষা নিয়ে গবেষণা চলছে।

স্কিন টেস্টের ক্ষেত্রে, ত্বকের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য কয়েকদিন পর আবার ক্লিনিকে যাওয়া আবশ্যিক এবং নেগেটিভ স্কিন টেস্টের পর তিন মাসের মধ্যে বিসিজি টিকা দেয়া হতে পারে। বাহুর উপরের অংশে ইনজেকশনের মাধ্যমে টিকা দেয়া হয়। প্রাথমিকভাবে, একটি ছোট দাগ থাকবে যা ৪-৬ ঘন্টা পর চলে যাবে।

বিসিজি ইনজেকশনের পর কী ঘটে?

কয়েকদিন পর্যন্ত ইনজেকশনের জায়গাটি ব্যথা করবে কিন্তু এই স্তরে সাধারণত দেখার মত তেমন কিছুই থাকে না। কেউ অসুস্থ বা জ্বর জ্বর বোধ করার কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রায় দুই সপ্তাহ পর জায়গাটিতে একটি পিন্ড দেখা যাবে। এটি একটি ছোট দাগ বা ক্ষতে পরিণত হতে পারে যা থেকে পানি বা রস বের হতে পারে। অনুগ্রহ করে এটিতে চাপ দিবেন না! এটিকে বাতাসে খোলা রাখুন, এটি একে ভালো হতে সাহায্য করবে। তৈরি হওয়া কোনো মামড়ি খুটে তুলে ফেলার চেষ্টা করবেন না। কখনো কখনো, একটি শুকনো ড্রেসিং দিয়ে এটিকে সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজন হতে পারে। স্বাভাবিকভাবে খোয়া, গোসল করা ও সঁতার কাটা চালিয়ে যাওয়া যায় কিন্তু জায়গাটি শুকানোর সময় অবশ্যই যত্ন নিতে হবে। টিকা নেয়ার পর স্থানটি সম্পূর্ণভাবে ভালো হতে প্রায় ৮ সপ্তাহ সময় লাগবে।

বাহুর উপরের অংশে একটি ছোট গোলাকৃতি দাগ থেকে যেতে পারে। যক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিসিজি>র প্রায় ছয় সপ্তাহ সময় লাগে।

বিসিজি দেয়ার সময়, একই বাহুতে ৩ মাসের মধ্যে আর কোনো টিকা দেয়া উচিত নয়। অন্যান্য জীবন্ত টিকার সাথে একই সময়ে বিসিজি দেয়া উচিত (জীবন্ত টিকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিসিজি, হাম, মাম্পস, এমএমআর ও রুবেলা)। তবে, যদি এগুলো একই সময়ে দেয়া না হয়, তাহলে জীবন্ত টিকা দেয়ার মধ্যবর্তী সময়ে ৪ সপ্তাহের বিরতি দেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

আপনার নিচে উল্লিখিতগুলোর মধ্যে কোনটি থাকলে/হলে স্কিন টেস্ট বা বিসিজি নেয়ার আগে আপনার ডাক্তার বা নার্সকে জানান

- এইচআইভি পজেটিভ হলে
- কোনো গুরুতর অসুখ থাকলে
- আগে বা বর্তমানে যক্ষা থাকলে
- সাধারণভাবে স্টেরয়েড গ্রহণ করলে
- আগে কখনো স্কিন টেস্ট পজেটিভ আসলে
- গত ৪ সপ্তাহের মধ্যে জীবন্ত টিকা গ্রহণ করলে
- আগে কখনো বিসিজি টিকা নিয়ে থাকলে
- অন্তঃস্রাব হলে বা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ালে
- দেহের তাপমাত্রা বেশি থাকলে বা জ্বর হলে
- ভাইরাসযুক্ত জ্বর বা যে কোনো ধরনের ভাইরাসযুক্ত সংক্রমণ হলে
- সাধারণভাবে ত্বকে কোনো সংক্রমণ থাকলে

ভবিষ্যতে মেডিকেল রেকর্ডের জন্য আপনার বিসিজি টিকার রেকর্ড রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

Bengali 2009
Tuberculosis (TB)
and the BCG Vaccination

রোগীদের জন্য তথ্যাবলি

TB Alert (টিবি অ্যালার্ট) হচ্ছে একটি অনন্য দাতব্য কর্মসূচি, যা বিশ্বজুড়ে যক্ষা সম্পর্কে যুক্তরাজ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।

আরো বেশি সংখ্যক রোগী যাতে যথাযথ তথ্য ও চিকিৎসা লাভ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা যুক্তরাজ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্পে সহায়তা প্রদান করি। আপনার সহায়তায় আমরা যক্ষার প্রভাবের উপর বিশ্বব্যাপী একটি ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারি এবং আরো বেশি জীবন রক্ষা করতে পারি।



TB Alert
Community Base,
113 Queens Road,
Brighton BN1 3XG
ফোনঃ 01273 234030

আরো তথ্যের জন্য অথবা এই লিফলেটের কপির জন্য, অনুগ্রহ করে 01273 234 770 নম্বরে যোগাযোগ করুন (শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে)।

TB Alert সাহায্য করতে দান করার জন্য অথবা স্বেচ্ছাসেবা প্রদানের জন্য, অনুগ্রহ করে 01273 234 784 নম্বরে যোগাযোগ করুন (শুধুমাত্র অফিস চলাকালীন সময়ে)।

অথবা আমাদের ওয়েবসাইটে যানঃ www.tbalert.org

ফুসফুসে যক্ষার সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলো হচ্ছেঃ

- কাশি সাধারণ ঔষধের মাধ্যমে তিন সপ্তাহের বেশি সময়েও ভালো না হলে এবং খারাপের দিকে যেতে থাকলে
- জ্বর (উচ্চ তাপমাত্রা)
- রাতে এত বেশি ঘামানো যে বিছানার চাদর পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়
- কোনো কারণ ছাড়া ওজন কমে যাওয়া
- ক্লান্তি (শক্তির অভাব বা অত্যধিক অবসন্নতা)
- গ্রন্থি ফুলে যাওয়া
- কাশির সাথে রক্ত বের হওয়া (এটি খুব কম ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে কিন্তু অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত)

এই সবগুলো লক্ষণ আবার অন্য কোনো সমস্যারও লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু যদি এই লক্ষণগুলোর মধ্যে আপনার তিন বা তারচেয়ে বেশি লক্ষণ থাকে এবং আপনি উদ্বেগিত থাকেন তাহলে আপনার স্থানীয় সার্জারি বা ক্লিনিকের ডাক্তার বা নার্সের সাথে কথা বলা উচিত।



**যক্ষা (টিবি) এবং
বিসিজি টিকা**

কাশি সহ বা কাশি ছাড়া ওজন কমে যাওয়া
জ্বর!! রক্ত খুব ঘাম হওয়া জ্বর!! রক্ত
অবসন্নতা!! জ্বর!! অবসন্নতা!!
জ্বর!! জ্বর!! জ্বর!! রাতে খুব ঘাম হওয়া
জ্বর!! ব্যাখ্যাতিতভাবে ওজন কমে যাওয়া
কাশি সহ বা কাশি ছাড়া গ্রন্থি ফুলে যাওয়া

NHS